হলদে-ঝুঁটি
মোরগটি

হলদে-ঝুঁটি মোরগটি

রুশীয় লৌকিক উপকথা
আ. ন. তলস্তই'এর রূপায়নে

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ: নীরেন্দ্রনাথ রায়

ছবি এঁকেছেন

এ. রাচেভ

অনেক দিন আগে একসঙ্গে থাকত বিড়াল, শালিক আর একটি মোরগ — হলদে-ঝুঁটি। থাকত তারা বনের মধ্যে, একটা ছোট ঘরে। বিড়াল ও শালিক রোজ চলে যেত বনের ভিতরে কাঠ কাটতে, মোরগটিকে খুব সাবধান করে দিত:

— আমরা যাচ্ছি অনেক দূর, তুমি থাকো ঘরকরনা করতে, টুঁ শব্দটি করো না, আর শিয়াল যদি আসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ো না।

শিয়াল যেই দেখলে যে, বিড়াল আর শালিক বেরিয়ে গেল, সে দৌড়ে এল ঘরটার দিকে, বসল জানলার নীচে আর গাইতে লাগল:

—মোরগভায়া, মোরগভায়া,
মাথায় ঝুঁটি হলুদ-ছায়া,
তেল-চক্চক তোমার গা,
রেশমী তোমার দাড়ীটা,
জানলা দিয়ে মুখ বাড়াও,
মটরশুঁটি নিয়ে নাও।

মোরগটি যেই মুখ বাড়ালো জানলা দিয়ে, শিয়াল তাকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে চলল তার গর্তে।

মোরগ চেঁচাতে লাগল:

—আমাকে ধরেছে শিয়ালে,
নিয়ে চলেছে গভীর বনে,
খরা নদী পেরিয়ে,
উঁচু পাহাড় ছাড়িয়ে,
বিড়াল আর শালিক
বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।

বিড়াল আর শালিক শুনতে পেল, ছুটল তাড়া করে শিয়ালটাকে, কেড়ে নিল মোরগটাকে।

আবার যেদিন বিড়াল ও শালিক গেল কাঠ কাটতে বনের মধ্যে, আবার তারা সাবধান করে গেল:

— শোনো, মোরগ, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ো না, আমরা যাব আরো দূরে, তোমার ডাক শুনতে পাব না।

তারা বেরিয়ে গেল; শিয়াল আবার ঘরের কাছে এসে গাইতে লাগল:

—মোরগভায়া, মোরগভায়া,
মাথায় ঝুঁটি হলুদ-ছায়া,
তেল-চক্‌চক তোমার গা,
রেশমী তোমার দাড়ীটা,
জানলা দিয়ে মুখ বাড়াও,
মটরশুঁটি নিয়ে নাও!

মোরগটা বসে রইল চুপটি করে। শিয়াল আবার গাইলে:

—ছেলেগুলো করছে খেলা,
ছড়িয়ে দিচ্ছে গমের দানা,
মুরগীরা সব খুঁটে খেলো,
পায় না কিছুই মোরগগুলো।

মোরগ জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালো:

—কোকর-কোকর-কোঁ!
পায় না কেন মোরগগুলো?

শিয়াল তাকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে চলল তার গর্তে। মোরগ চেঁচাতে লাগল:

—আমাকে ধরেছে শিয়ালে,
নিয়ে চলেছে গভীর বনে,
খরা নদী পেরিয়ে,
উঁচু পাহাড় ছাড়িয়ে,
বিড়াল আর শালিক
বাঁচাও, আমায় বাঁচাও!

বিড়াল ও শালিক শুনতে পেল, তাড়া করলে শিয়ালকে; বিড়াল গেল দৌড়ে, শালিক গেল উড়ে; ধরলে তারা শিয়ালকে, বিড়াল দিলে আঁচড়িয়ে, আর শালিক দিলে ঠোঁটের ঠোকর, কেড়ে নিলে মোরগকে।

কয়েক দিন পরে আবার একদিন তৈরী হল বিড়াল আর শালিক কাঠ কাটতে যেতে বনের মধ্যে। বেরিয়ে যাবার আগে তারা অনেক করে সাবধান করে দিয়ে গেল মোরগকে:

— শিয়ালের কথা শুনো না, মুখ বাড়িয়ো না জানলা দিয়ে। আমরা আজ আরো, আরো দূরে যাব, তোমার ডাক শুনতে পাব না।

বিড়াল ও শালিক গেল গভীর বনের মধ্যে কাঠ কাটতে, আর শিয়ালটি ঠিক এল, বসল জানলার নীচে, গাইতে লাগল:

—মোরগভায়া, মোরগভায়া,
মাথায় ঝুঁটি হলুদ-ছায়া,
তেল-চক্‌চক তোমার গা,
রেশমী তোমার দাড়ীটা,
জানলা দিয়ে মুখ বাড়াও,
মটরশুঁটি নিয়ে নাও!

মোরগটা বসে রইল চুপ করে। শিয়াল আবার গাইলে:

—ছেলেগুলো করছে খেলা,
ছড়িয়ে দিচ্ছে গমের দানা,
মুরগীরা সব খুঁটে খেলো,
পায় না কিছুই মোরগগুলো।

মোরগটা তখনও চুপ করে রইল। তখন শিয়াল আবার গাইলে:

—দৌড়ে যাচ্ছে মানুষেরা,
ছড়িয়ে দিচ্ছে বাদাম-দানা,
মুরগীরা সব খুঁটে খেলো,
পায় না কিছুই মোরগগুলো।

মোরগটা জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালো:

—কোকর-কোকর-কোঁ,
পায় না কেন মোরগগুলো?

শিয়াল তাকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে চলল তার গর্তে, গভীর বনের মধ্যে, খরা নদী পেরিয়ে, উঁচু পাহাড় ছাড়িয়ে...

মোরগটা যতই চেঁচাক আর ডাকুক না কেন, বিড়াল ও শালিক তাকে শুনতে পেল না। তারা বাড়ী ফিরে দেখে—মোরগটা নেই।

তারা দৌড়ল তখন শিয়ালের পায়ের দাগ দেখতে দেখতে। বিড়াল গেল দৌড়ে, শালিক গেল উড়ে। এসে পড়ল তারা শিয়ালের গর্তের কাছে। বিড়াল তখন বাজনা বার করে গাইতে বাজাতে লাগল:

—ব্রিম্, ব্রিম বাজার যন্ত্র,
তোল্‌রে সোনার সুর,
শিয়াল-বোন কি আছ ঘরে,
না গেছ অনেক দূর?

শিয়াল শুনলে, শুনলে আর ভাবলে: 'দেখি ত, কে এমন সুন্দর বাজনা বাজায় আর মিষ্টি গায়'।

সে বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। বিড়াল ও শালিক তাকে ধরে ফেলে শুরু করলে আঁচড়াতে আর ঠোকরাতে। খুব ঠেঙালো তাকে যতক্ষণ না সে দৌড় দিল প্রাণপণে।

বিড়াল আর শালিক মোরগকে উদ্ধার করলে, একটা ঝুড়িতে বসিয়ে নিয়ে এল বাড়ীতে।

তখন থেকে তারা বেঁচে আছে, বাস করছে সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে এখনও।

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

(ছোট শিশুদের জন্য)

ПЕТУШОК—ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК